ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -১০/১০/২০১৭ ।।

বিলাসপুরে পি ডি এফে নানা উন্নয়ন কাজ

কৈলাসহর, ১০ অক্টোবর ।। চন্ডীপুর ব্লকের বিলাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত তহবিলে ৫৩ হাজার ৯৫১ টাকা ব্যয়ে হবিগঞ্জপাড়া জে, বি স্কুল সংস্কার করা হয়েছে। ললিত মোহন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র থেকে পেঁচারডহর এস বি স্কুল হয়ে ডলুগাঁও জে, বি স্কুল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারে ব্যয় হয়েছে ৭৯ হাজার ৮০৮ টাকা। ডলুগাঁও জে, বি থেকে একটি রাস্তা সংস্কারে ব্যয় হয়েছে ৭৪ হাজার ৮২০ টাকা। পঞ্চায়েতের পাম্প হাউসের রাস্তাটিরও সংস্কার করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ২৪ হাজার ৫৫৩ টাকা। অনুরূপভাবে আরও একটি রাস্তা সংস্কারে ব্যয় হয়েছে ২৩ হাজার ৩৮০ টাকা। এছাড়া, পঞ্চায়েত এলাকায় একটি কাঁচা নালা তৈরী করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয় ৫১ হাজার ৪২৮ টাকা। সেই সঙ্গে মনু নদী পর্যন্ত একটি নালা সংস্কারে ব্যয় হয়েছে ২১ হাজার ৮৪৪ টাকা। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বক্সনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চক্ষু চিকিৎসা শিবির ২৩ শে

আগরতলা, ১০ অক্টোবর ।। স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ২৩ অক্টোবর বক্সনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চক্ষু চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হবে। শিবির শুরু হবে ঐ দিন সকাল ১১ টায়। শিবিরে চক্ষু রোগীদের চোখ পরীক্ষা করে ঔষধ দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনবোধে মাইক্রো সার্জারী পদ্ধতিতে চোখের ছানি অপারেশন করা হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এই শিবিরের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

রূপাইছড়িতে প্রশাসনিক শিবির ১৩ই

সাব্রুম, ১০ অক্টোবর ।। সাব্রুম মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আগামী ১৩ অক্টোবর রূপাইছড়ি ব্লকের আচার্যী পাড়া বি ও পি ক্যাম্পে এক প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। শিবিরে সাব্রুমের মহকুমা শাসক বিপ্লব দাসের উপস্থিতিতে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা করা হবে। শিবিরে তাৎক্ষণিক আবেদনের ভিত্তিতে পি আর সি টি, এস টি, ইনকাম, বিবাহ নিবন্ধীকরণ সার্টিফিকেট ইত্যাদি দেওয়া হবে। থাকবে চিকিৎসার ব্যবস্থাও। সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে শিবিরের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সাব্রুম মহকুমা প্রশাসন থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সকাশে ত্রিপুরা জার্নালিষ্ট ফোরাম -এর প্রতিনিধি দল

আগরতলা, ০৯ অক্টোবর ।। সংবাদ মাধ্যমে কর্মরতদের একটি নবগঠিত সংগঠন ত্রিপুরা জার্নালিষ্ট ফোরাম-এর এক প্রতিনিধি দল আজ সচিবালয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহার সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধি দলটি সংগঠনের পক্ষ থেকে ১১ দফা দাবি সনদ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিক হত্যাকান্ডের দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা, সাংবাদিকদের জন্য আবাসনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা, পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের সুরক্ষা প্রদান, সংবাদ মাধ্যমে কর্মরতদের নিয়োগ পত্র পাবার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা, সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত সবার জন্য বেতন ভাতা দেবার ক্ষেত্রে ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশ কার্যকর করা, বিভিন্ন সংবাদ সংস্থায় কর্মরতদের জন্য বিমা, প্রফিডেন্ট ফান্ড এবং ই এস আই-এর সুবিধা সুনিশ্চিত করা, প্রয়াত প্রবীণ চিত্র সাংবাদিক রবীন সেনগুপ্তের নামে উৎসর্গ করে আগরতলা শহরে চিত্র সাংবাদিকদের জন্য একটি ফটো গ্যালারির ব্যবস্থা করা এবং সাংবাদিকদের জন্য কর্মশালার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।

এন জি ও : রেজিষ্ট্রার সোসাইটির বিজ্ঞপ্তি

আগারতলা, ৯ অক্টোবর ।। লক্ষ্য করা গেছে, ত্রিপুরা রাজ্যে কর্মরত বহু বে-সরকারী সমাজসেবী সংস্থা সোসাইটির রেজিষ্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬০ এর ৪ ক এবং ৪ খ ধারায় বর্ণিত নিয়মগুলি অনুসরণ করছে না। ফলে এসময় বহু নথীভুক্ত সমাজসেবী সংস্থার দলিলপত্র খতিয়ে দেখা সম্ভব হচ্ছে না। এ পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা সরকারের সোসাইটি রেজিষ্ট্রার এর কার্যালয় থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, উক্ত আইনের ৪ ক ও ৪ খ ধারা মোতাবেক সমস্ত নথীভুক্ত (রেজিষ্টার্ড) সমাজসেবী সংস্থাগুলি যেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাদের পরিচালনা কমিটির বাৎসরিক তালিকা সহ অডিট করা হিসাবপত্র আগরতলার প্যালেস কম্পাউন্ডের রেজিষ্ট্রার অব সোসাইটি এর কার্যালয়ে জমা দেয়। সমাজসেবী সংস্থাগুলির কার্যকলাপ ও দলিলপত্রের উপর অনলাইনের মাধ্যমে নজর রাখার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আবার উক্ত আইনের ৪ খ এর ২নং উপধারায় বলা হয়েছে, যদি কোন সমাজসেবী সংস্থার সভাপতি / সচিব বা অন্য কোন প্রতিনিধি এই আইনের ৫নং ধারার ২নং উপধারায় বর্ণিত নিয়মগুলি মেনে চলতে অসমর্থ হয় তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যেতে পারে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

বিলোনীয়া, ০৯ অক্টোবর ।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা সম্প্রতি জিলা পরিষদের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। স্থায়ী কমিটির সভাপতি শ্রীদাম সূত্রধরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় কমিটির সদস্যগণ সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের আধিকারিক জানান, মাইছড়া, বৈষ্ণবপুর, রামরাইবাড়ি, শ্রীনগর ও ঋষ্যমুখ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এবং মুহুরীপুর মৎস্য খামারে ৫ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানো হবে। বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালে আরও ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, পানীয় জলের সুবিধার্থে পাগলাছড়া ও ভঙ্গরায় পাড়াতে ০.৫ এইচ.পি. সোলার পাম্প বসানো হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক জানান, ম্যালেরিয়া ও ডায়ারিয়া প্রবণ এলাকাগুলিতে বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ডি.ডি.টি. স্প্রে করার কাজও শেষ হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ প্রতিটি হাসপাতাল নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক জানান, জেলার ২৪৩ জন লোকশিল্পী ভাতা পাবেন। তাদের ভাতাও মঞ্জুর হয়েছে। অন্যদিকে, জেলার বিভিন্ন জায়গায় বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও বিষয়ে আলোচনাচক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচার শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচি চলবে আগামী ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত। সাতচান্দ ব্লকের শ্যাম সিং ও গার্দাং হাই স্কুল সংস্কার সহ ডাইনিং হল ও সাইকেল স্ট্যান্ড নির্মাণের জন্য সভায় আলোচনা করা হয়।

খাঁচায় মাছ চাষে উৎসাহ

আগরতলা, ০৯ অক্টোবর ।। মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে চলতি অর্থবছরে ৭০ জন মাছচাষীকে খাঁচায় মাছ চাষ সম্পর্কে উৎসাহ দেওয়া হবে। ব্লু রিভ্যুলিউশান প্রকল্পে এর জন্য ব্যয় হবে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পে ডম্বুর জলাশয়ের মন্দিরঘাট, রাজনগর ব্লকের রাঙামুড়া, জোলাইবাড়ি ব্লকের নারদপাড়া এবং করবুক ব্লকের শিলাগুহায় এই মাছ চাষ করা হবে। বড় জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে মৎস্য দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অবনী দেববর্মা জানিয়েছেন। তিনি আরও জানান, এ প্রকল্পে ৫১ জন মাছ চাষীকে ৫১টি অটোভ্যান দেওয়ার কাজ চলছে। প্রতিটি ভ্যানে থাকবে বরফের বাক্স। প্রতিটি অটোভ্যানের জন্য ব্যয় হবে ২ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা।

পশ্চিম মশাউলী পঞ্চায়েতে রেগায় নানা কাজ

কুমারঘাট, ০৯ অক্টোবর ।। কুমারঘাট ব্লকের পশ্চিম মশাউলী গ্রাম পঞ্চায়েতে এম.জি.এন. রেগায় নানা উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। এই কর্মসূচিতে দুজন সুবিধাভোগীর আধা কানি করে এক কানি জমিতে পুকুর খনন করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি পুকুর খননে ব্যয় হয়েছে ৯৫ হাজার টাকা করে। এছাড়া, পঞ্চায়েত এলাকায় এম.জি.এন. রেগায় ৭ জন সুবিধাভোগীর আড়াই কানি জমি সমতলকরণ করে দেওয়া হয়েছে। এই কাজে ব্যয় হয়েছে ৭ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা এবং শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ৪৫০০টি। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

খোয়াই জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় চলাচলের উপর বিধিনিষেধ

আগরতলা, ০৯ অক্টোবর ।। খোয়াই জেলার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় সমাজদ্রোহীরা আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে বলে আশংকা রয়েছে। তাই এইসব এলাকায় জনসাধারণের চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ জারী করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে খোয়াই জেলার জেলা শাসক ডঃ সন্দীপ এন. মাহাত্মে এক নির্দেশ জারী করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে খোয়াই জেলার জেলাশাসক সি.আর.পি.সি., ১৯৭৩ এর ১৪৪ ধারা বলে সংশ্লিষ্ট জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৫০০ মিটার এর মধ্যে রাত ৮টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত জনসাধারণের চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। সংশ্লিষ্ট এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই এই নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। তবে এই নিষেধাজ্ঞা নিম্নলিখিত ব্যক্তি/ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না -১. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত সেনাবাহিনী, আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য।

২. খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার ও মহকুমা শাসক কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি।

৩. সরকারী দায়িত্ব পালনের জন্য যদি কোন সরকারী আধিকারিককে সেই এলাকায় উল্লিখিত সময়ে যেতে হয়।

৪. রোগীর যদি জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

এই নিষেধাজ্ঞা ২৭-০৯-২০১৭ থেকে শুরু হয়েছে,আগামী ২৫-১১-২০১৭ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

তুইসিন্দ্রাই পঞ্চায়েতে নানা উন্নয়ন কাজ

খোয়াই,০৯অক্টোবর ।। তেলিয়ামুড়া ব্লকের তুইসিন্দ্রাই পঞ্চায়েতে গত অর্থ বছরে এম জি এন রেগায় নানা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। কর্মসূচি অনুযায়ী ৭০টি লেবু ও ৬টি রাবার বাগান পরিচর্যা করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ২২ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৬৪ টাকা এবং শ্রম দিবস সৃষ্টি হয় ১,৩১১টি। ৫৭টি জমি সমতলকরণে ১৪ হাজার ৮৫ টাকা ব্যয় এবং শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ২৬ হাজার ৪৫৪ টি। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে পঞ্চায়েতের ৩টি স্থানে ৩টি ফুট ব্রীজ সংস্কার করা হয়েছে। পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলে এতে ব্যয় হয়েছে ২৭ হাজার ৬০১ টাকা। কৃষি জমিতে জল সেচের সুবিধার্থে ২.৫ কি:মি: কাঁচা নালা সংস্কার করা হয়েছে। পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলে এতে ব্যয় হয়েছে ৪১ হাজার ১১৪ টাকা। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।

কুমারঘাটে বিভিন্ন ফলের চাষ

কুমারঘাট, ৯ অক্টোবর ।। উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের উদ্যোগে কুমারঘাট ব্লক এলাকায় এম জি এন রেগায় বিভিন্ন ফলের চাষ করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে ১০ হেক্টর জমিতে আম্রপালী চাষ করা হয়। এতে ব্যয় হয়েছে ১২ লক্ষ ৫৬৮৪ টাকা। মোসাম্বী চাষ করা হয় ২ হেক্টর জমিতে। ব্যয় হয়েছে ২ লক্ষ ৫১ হাজার ৪ টাকা। কমলা চাষ করা হয় ৩.৫ হেক্টর জমিতে। ব্যয় হয়েছে ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭৩৭ টাকা। সুপারী চাষ করা হয় ১৭ হেক্টর জমিতে। ব্যয় হয়েছে ২৮ লক্ষ ৪৫ হাজার ১২ টাকা। লেবু চাষ করা হয় ৪ হেক্টর জমিতে। ব্যয় হয়েছে ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ১৮৪ টাকা। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কুমারঘাট কার্যালয় থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।

দক্ষিণ জেলায় পি ডি এফে উন্নয়ন কর্মসূচী

বিলোনীয়া, ৭ অক্টোবর ।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা সম্প্রতি জিলা পরিষদের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়। সভায় সহকারী সভাধিপতি নরেশ পাটারী সহ সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় জিলা পরিষদের পি ডি এফ থেকে জল সেচের জন্য ৩৮১টি সাব মার্সিবল পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে। যৌথ মৎস্যজীবি স্ব-সহায়ক দল ও মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে বিনামূল্যে ৪০টি বেড়জাল দেওয়া হবে। তার জন্য ৭লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। মহুরীপুর জাতীয় মৎস্য খামার সংস্কারের জন্য ব্যয় করা হবে ৫লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। ক্রীড়ার মান উন্নয়নের জন্য ক্রীড়া দপ্তরকে ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হবে। সাংস্কৃতিক কর্মশালা সংগঠিত করার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

বকাফা ব্লকে পানীয় জলের উৎস মেরামত

শান্তিরবাজার, ৭ অক্টোবর ।। ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থে বকাফা ব্লকের কাঁঠালিয়া ছড়া ভিলেজ, বকাফা ভিলেজ এবং পতিছড়ি ভিলেজে পানীয় জলের সুযোগ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বকাফা ভিলেজ এলাকায় ৩টি অর্ডিনারী হ্যান্ডপাম্প বসানো হয়। এছাড়া কাঁঠালিয়া ছড়া ভিলেজের ৫টি অর্ডিনারী হ্যান্ডপাম্প মেরামত এবং পতিছড়ি ভিলেজের পতিছড়ি কলোনী সিনিয়র বেসিক স্কুলে ১টি ওয়াটার ট্যাংক নির্মাণ করে দেওয়া হয়। এসব কাজে ব্যয় হয় ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৮৪ টাকা। সংশ্লিষ্ট ব্লক কার্যালয় থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

দক্ষিণ জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা

বিলোনীয়া, ৭ অক্টোবর ।। সম্প্রতি দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জিলা পরিষদের সভাগৃহে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সভাপতি বাবুল চন্দ্র দেবনাথ। সভায় কৃষি দপ্তরের আধিকারিক জানান, জেলায় আগষ্ট মাসের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা ৪ হাজার ১১ জন। এর মধ্যে ২ হাজার ২৪৮ জন কৃষককে আর্থিক সাহায্যের জন্য অনুমোদন পাওয়া গেছে। ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকায় বন্যায় ২৪২ পান চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮ হাজার ২৫০ জনকে। এরমধ্যে অনুমোদন পাওয়া গেছে ২১০ জনের। জেলার কৃষকদের উন্নতির জন্য বকাফাতে কৃষি উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। তার জন্য ১০ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে। অন্যদিকে জেলার ১১টি কৃষক নলেজ কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ চলছে। রুরবান মিশন প্রকল্পে ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকায় ১১টি মার্কেট স্টল নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের আধিকারিক সভায় জানান, শীতকালীন সব্জি চাষ প্রকল্পে জেলার ১৬০ হেক্টর এলাকায় ফুলকপি চাষ করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান

আগরতলা, ০৬ অক্টোবর ।। সমাজের আর্ত মানুষের সাহায্যার্থে এবার দুর্গোৎসবের সময় জি বি বাজারস্থিত মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত সৌহার্দ্য সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে অনুশ্রী দেবনাথ মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দশ হাজার টাকার চেক মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের হাতে তুলে দেন। এছাড়াও দুর্গোৎসবের সময় মহারাজগঞ্জ বাজার সব্জি ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে সমিতির সভাপতি সন্তোষ কুমার সাহা মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে পনেরো হাজার টাকার চেক মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের হাতে তুলে দেন। সমাজের আর্ত মানুষের সাহায্যার্থে এই মূল্যবান দানের মাধ্যমে নিজেদের যুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাদের ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

ডাকঘর ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে ১১০কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা সংগৃহীত

আগরতলা,০৬ অক্টোবর ।। পশ্চিম জেলায় ডাকঘর ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে চলতি অর্থবর্ষে মোট ২০৭ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে গত আগষ্ট মাস পর্যন্ত এই জেলায় সংগৃহীত হয় ১১০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। জেলার সদর মহকুমায় ১০২ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা, জিরানীয়া মহকুমায় ৪ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা এবং মোহনপুর মহকুমায় ৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়। গত বছরের আগষ্ট মাসে মোট সংগৃহীত হয়েছিল ৮০ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। জেলায় বর্তমানে ১৫৭৭ জন এজেন্ট নিয়োজিত রয়েছেন। পশ্চিম জেলার স্বল্প সঞ্চয় উন্নয়ন আধিকারিক পার্থ চৌধুরী আজ এই সংবাদ জানিয়েছেন।

নীট পি জি পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলায় চালু করতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে চিঠি

আগরতলা, ০৬ অক্টোবর ।। চিকিৎসকদের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তির জন্য ২০১৮ সালে নীট (এন ই ই টি) পি জি পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলায় চালু করতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জে পি নাড্ডাকে অনুরোধ করেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রী বাদল চৌধুরী। আজ এক চিঠিতে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রী চৌধুরী জানান যে, ত্রিপুরার প্রায় ৩০০ চিকিৎসক প্রতি বছর নীট (এন ই ই টি) পি জি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসেন। তাদের প্রায় সবাই ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরে কর্মরত এবং জনগণের কাছে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছেন।

পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসকদের জন্য ২০১৮ সালে নীট (এন ই ই টি) পি জি পরীক্ষার সারা দেশে একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। প্রায় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ কর্মরত চিকিৎসকদের পরীক্ষায় বসার জন্য রাজ্য ত্যাগ করলে জনগণের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের কাজটি নিঃসন্দেহে বিঘ্নিত হবে।

আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এর নীট (এন ই ই টি) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বাংলায় চালু করা এবং রাজ্যে তার পরীক্ষা কেন্দ্র চালু করতে রাজ্য সরকারের অনুরোধ বিগত দিনে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জে পি নাড্ডার সাড়া দেবার ঘটনায় ধন্যবাদ জানিয়েছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী বাদল চৌধুরী এবং এবারও ২০১৮ সালে নীট (এন ই ই টি) পি জি পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলায় চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন।